দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# বুয়েট অচলাবস্থার অবসান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিরাজমান সঙ্কটের অবসান হলো। ভাইস চ্যান্সেলর পদে ডঃ ইকবাল মাহমুদের বহাল থাকা সংক্রান্ত ঘোষণা চ্যান্সেলরের অফিস থেকে আসার পর বুয়েট শিক্ষকরা কর্মবিরতি স্থগিত করেন। তবে কর্মবিরতি স্থগিত করার আগে শিক্ষক সমিতি তিনটি শর্ত দিয়েছে। শর্ত তিনটি হচ্ছে উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদের পদত্যাগপত্র কোনক্রমেই গ্রহণ না করা, তাঁর দায়িত্বপালনে বাধা সৃষ্টি না করা, অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী বা বহিরাগত মহলের হস্তক্ষেপ না করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সরকারী সহযোগিতা প্রদানে কোন প্রকার বৈষম্য না করা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির মূলে ছিল স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার জন্য নতুন প্রবর্তিত নিয়ম। এ নিয়ম-প্রবর্তন নিয়ে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা প্রথম আন্দোলনে যায় ১ মার্চ থেকে। ক্লাস বর্জন করে দু'দিন। ৩ মার্চ তারা একটি স্মারকলিপি পেশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নেয়ায় স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ২২ মার্চ থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন শুরু করে। তারপর থেকে প্রধানমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রী সকলেই সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ভিসিসহ সকলেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং সিদ্ধান্ত হয়েছিল এ বছরের স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা আগের নিয়মেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এরপর সৃষ্টি হয় ভিন্ন পরিস্থিতি। একই ইস্যুতে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা আন্দোলন শুরু করেন। আর ১৫ মার্চ স্থাপত্য বিভাগের ১৫ শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করেন। বুয়েট কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথক পত্রে ১৫ শিক্ষককে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা ও পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। কিন্তু দু'জন ছাড়া বাকি ১৩ শিক্ষক একটি পত্রে যৌথ আবেদন জানান। কিন্তু তা বিধিসম্মত হয়নি— এমন কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিলের সভা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখে। ২৭ এপ্রিল একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে একই কারণ দেখিয়ে ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। জটিলতা ঘনীভূত হয়। স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ৩ মে থেকে ধর্মঘট শুরু করে। রাজনৈতিক টানাপোড়েন এই পর্যায়ে প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করে। এক পক্ষ ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগ বহাল রাখার দাবি করতে থাকে, অন্য পক্ষ পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আবেদন গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে চলে। সরকারের পক্ষ থেকে ৪ মে সর্বশেষ চাপটি এলে ভিসিসহ ৭০ জন পদত্যাগ করেন। জটিলতা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় গিয়ে পড়ে। নানা রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আসতে থাকে বিভিন্ন স্তর থেকে সমস্যা নিরসনের উপায় উদ্ভাবনের জন্য। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করলে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। অবশ্য ভিসির পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করায় এবং ভিসি নিজেও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে কার্য সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় একটা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। স্থাপত্য বিভাগের পদত্যাগী শিক্ষকদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি হবে সে সম্বন্ধেও ভিসিই একটা দিকনির্দেশনা দেন। কিন্তু ওদিকে ভিসিসহ ৭০ জনের পদত্যাগের পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ধর্মঘটে গেলে দেশের সর্বোচ্চ প্রকৌশল বিদ্যাপীঠটি অচল হয়ে পড়ে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অচলাবস্থা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল নানা রকম মন্তব্য করেছে, কিন্তু সকলেই এর জন্য দায়ী করেছেন পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে। বস্তুত ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিপদেই কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে মতান্তর কিংবা স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের পদত্যাগ, পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার, পরবর্তী সঙ্কট সব কিছুই ঘটেছে রাজনৈতিক উস্কানিতে।

দেশের উচ্চতর শিক্ষার একটি বিদ্যাপীঠকে নিয়ে এহেন রাজনীতির খেলা বাঞ্ছনীয় ছিল না। একটি পরীক্ষা পদ্ধতিকে ইস্যু করে এমন রাজনৈতিক প্রভাব ছড়ানোর চেষ্টা কেন হলো তা বোধগম্য নয়। একই সঙ্গে ১৩ শিক্ষকের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার না করার দাবি নিয়ে আন্দোলনও ছিল কল্পনাতীত।

শেষ পর্যন্ত ভিসির ধৈর্য এবং সরকারের নীরবতায় সমস্যার একটা সমাধানের পথ বেরিয়েছে। তবে শিক্ষক সমিতির তিন শর্ত নিয়েও কিছু সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এসব শর্ত নিয়ে এখন পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনা হলে একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই সময় এবং ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে। বুয়েটের অচলাবস্থা নিরসন হয়েছে এটাই বর্তমানে সুখবর আর এ পরিস্থিতিকে টেকসই করাই সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব।